দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

57

নায়েমকে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন

বাংলাদেশে শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। প্রাইমারী পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বিরাজ করছে বহুমুখী সমস্যা। যার ফলে শিক্ষা কার্যক্রম আশানুরূপ সাফল্যের মুখ দেখতে পারছে না। পশ্চাদপদ, গতানুগতিক ও কোচিং নির্ভর শিক্ষা গ্রহণ করে বেরিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকরা দায়সারাভাবে শেষ করছেন শিক্ষা কার্যক্রম। আর এ অব্যবস্থার কারণে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষা জাতির জন্য বড় ধরনের কোন সুফল বয়ে আনতে পারছে না।

সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) আয়োজন করে 'শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী কর্মশালা। কর্মশালায় নায়েমকে পুনর্গঠিত করে একে আরও বেশি কার্যকর ও সমৃদ্ধশালী করে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিন দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রশিক্ষণের তিনটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে অংশগ্রহণকারী শতাধিক শিক্ষককে বিভক্ত করা হয় তিনটি গ্রুপে। যে তিনটি বিষয় প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাহলো শিক্ষার লক্ষ্য, নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা।

প্রফেসর মুহম্মদ আলী 'শিক্ষার লক্ষ্য, নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে নায়েমের ভূমিকা' সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে শিক্ষার লক্ষ্য, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন; শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা এবং পেশা ও বৃত্তির সংযোগ সাধন, বিনিয়োগ ও প্রাপ্তি, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, নায়েমের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অধিকাংশ পদে শিক্ষাবিদ, দক্ষ ব্যবস্থাপক ও মৌলিক গবেষকদের স্থায়ীভিত্তিতে নিয়োগ দান, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চতর ও আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা, নায়েমের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন সম্পর্কে গবেষণা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির কারণ, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে অনীহার কারণ বিশ্লেষণ, শিক্ষা প্রকল্প কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, নায়েমের কর্মসূচীর মূল্যায়ন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে ডঃ জালাল পেশ করেন তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। তাঁর মতে, নায়েমকে পুনর্গঠিত করে এটাকে আরও বেশি দায়িত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ডঃ জালাল কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ। প্রস্তাব ও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো; বিষয়ভিত্তিক গুরুত্ব অনুযায়ী ঘন্টা নির্ধারণ, কারিকুলাম বাস্তবায়ন, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সহপাঠ্যক্রম হিসাবে বাগান করা, বিতর্ক, চারু ও চারুকলা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্তিকরণ, যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহকর্মীদের তত্ত্বাবধান ও দায়িত্ব বন্টন, শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক, পরীক্ষা বোর্ড-কারিকুলাম বোর্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ, আত্মসম্মানবোধ, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচনা, বিদ্যাপীঠের বিভিন্ন সম্পদ যেমন পুকুর, মাঠ, গাছ প্রভৃতির সদ্ব্যবহার, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ-উৎসাহদান-পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান, শিক্ষক নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনে যুগোপযোগী ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলাপ-আলোচনার জন্য ফোরাম গঠন, বছরের শুরু অথবা শেষে প্রতিষ্ঠানের সফলতা বা ব্যর্থতা নিরুপণের জন্য প্রশাসন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বৈঠকের ব্যবস্থা, শিক্ষার পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের ঐকমত্য ও সহযোগিতা প্রভৃতি।

ডঃ মোহাম্মদ সেলিম শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ হলো, নায়েমের কার্যক্রমকে জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা, সারা দেশে শিক্ষার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নায়েম পরিচালিত প্রশাসনের আওতাভুক্তকরণ, শিক্ষার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে অন্তর এবং আন্তঃ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা, সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষা বিষয়ক সংকলন প্রকাশনা, প্রযুক্তি সংযোজন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, চাকরিবিধি ও অফিস ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।

খ্যাতনামা এ তিন শিক্ষকের প্রস্তাবের উপর বিভিন্ন শিক্ষক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা-সমালোচনা করেন। তবে সকলেই যে বিষয়টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলো, নায়েমকে পুনর্গঠিত করে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জাতীয় আদর্শ বজায় রাখা সম্ভব। কর্মশালার যে বিষয়টি আলোচনায় খুব বেশি প্রাধান্য পায়নি তাহলো শহর ও গ্রামের বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ ও তা সমাধানের দিকনির্দেশনা।

তাছাড়াও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কোন ভাষার গুরুত্ব কতখানি হবে তাও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়নি। কর্মশালায় সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া উচিত ছিল তাহলো বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা। তবে প্রস্তাবে এ বিষয়ে যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। কারণ শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি কলেজ ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মারাত্মক আকার ধারণ করছে। কিন্তু এ বিষয়েও শিক্ষকরা বিস্তারিত আলোচনা ও সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে তাঁদের মতামতে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্যার অন্ত নেই। এসব সমস্যা একদিনে গড়ে ওঠেনি। তাই একদিনেও সমাধান সম্ভব নয়। জাতীয় শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা একাডেমী শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কর্মশালায় প্রস্তাবিত ও আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার মানোন্নয়নে দাঁড় করতে পারে একটি রূপরেখা বা কাঠামো। অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর প্রস্তাব ও আলোচনায় এ বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে।